বিশেষ জীবন কাহিনী বানানোর আধার - সদা চড়তি কলায় থাকা

আজ বাপদাদা সব বাচ্চাদের জীবন কাহিনীতে দৃষ্টিপাত করছে যে প্রত্যেকের জীবন কাহিনীতে তাদের ভাগ্যরেখা কেমন ! সদা একরস উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে নাকি কখনো উৎরাই তো কখনো চড়াইতে যাচ্ছে ! দুই প্রকার রেখাই অর্থাত্ জীবনের কর্মতত্পরতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান ছিলো । আরোহণের পর কোনও কারণবশতঃ উত্তরণ (চড়তি) কলার পরিবর্তে যদি অবরোহণ কলায় যাও, তবে নিচে নামার প্রভাব তার দিকেই তোমাকে আকৃষ্ট করবে । যাদের সহজ যোগী জীবন তারা সর্বদা বাবার নিকটবর্তী হওয়ার এবং তাঁর সাথের অনুভূতি করে । সদা নিজেকে সর্বশক্তিতে মাস্টার মনে করলে তুমি সহজ স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যাবে । বিপরীত পরিস্থিতি বা পরীক্ষা আসলেও সদা নিজেকে তুমি বিঘ্ন-বিনাশক অনুভব করবে । এমনকি যদি তুমি উত্তরণ কলা এবং শক্তিশালী স্থিতি দীর্ঘকাল ধরে অনুভব করো, যদি উত্তরণ কলার পরে অবরোহণ কলা হয়, তবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং সহজ অনুভব করতে তুমি অসমর্থ হবে । বিশেষ অ্যাটেনশন এবং বিশেষ মেহনত দ্বারাই একমাত্র তুমি সেটা অনুভব করতে সমর্থ হবে । নিরন্তর উত্তরণ (চড়তি) কলায় থাকা অর্থাত্ আগেই যার সকল প্রাপ্তির প্রাপ্তি হয়েছে । যারা সদা সর্বদা উত্তরণ কলায় থেকেও দ্বিধাগ্রস্ত, যারা কিছু হারিয়ে আবার ফিরে পায়, এইরূপ সদা দ্বিধান্বিত আত্মারা অনুভব করে কিছু প্রাপ্তি হয়েছিলো কিন্তু হারিয়ে গেছে । আর ইতিমধ্যেই তারা প্রাপ্তির অনুভাবী হওয়ার কারণে আবার সেই প্রাপ্তির স্থিতি ছাড়া তারা স্থিত হতে পারেনা । সেই কারণে, বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়ার পর তারা আবার সেই অনুভব ফিরে পায়। কিন্তু সদাকাল এবং সহজের লিস্টের পরিবর্তে তারা দ্বিতীয় নম্বর লিস্টে চলে যায় । তারা পাস উইথ অনার্সের লিস্টে আসতে পারেনা কিন্তু যারা পাস করে তাদের লিস্টে এসে যায় । তৃতীয় শ্রেণীর জীবন কাহিনী কেমন হতে পারে - তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ ! তোমরা তৃতীয় নম্বর তো হতে চাও না, তাই না !

নিজের জীবন কাহিনী এতই শ্রেষ্ঠ বানাও যাতে নিরন্তর তুমি চড়তি কলায় উন্নতির সোপানে, বিশেষত্বে সম্পন্ন প্রাপ্তি স্বরূপ হও । এই মুহূর্তে ওপরে আবার পর মুহূর্তেই নীচে অথবা খানিকক্ষণ ওপরে আর খানিকক্ষণ নীচে এইরকম ওপর-নীচের ওঠানামার খেলায় সদাকালের অধিকার ছেড়ে দিওনা । আজ বাপদাদা প্রত্যেকের জীবনকাহিনী দেখছেন । সুতরাং, উত্তরণ কলায় কতজন আছে এবং তারা কারা ? তোমরা তো নিজেদের জানতে পারো, তোমরা কোন লিস্টে আছ, তাই না ! পরিস্থিতি এবং পরীক্ষা সবার সামনে আসে, তোমাদের নীচে টেনে নামাতে ; বিনা পরীক্ষায় কেউ পাস হতে পারে না ! যাই হোক, ১) সাক্ষীভাব এবং সাথীভাবের স্মৃতিস্বরূপ হয়ে পরীক্ষায় ফুল পাস হওয়া আর শুধু পাস বা বাধ্যবাধকতায় পাসের মধ্যে প্রভেদ আছে । ২) কঠিন পরীক্ষাকে ছোট মনে করা আর তুচ্ছ ব্যপারকে বড় মনে করার মধ্যে বৈসাদৃশ্য তৈরি হয়ে যায় । ৩) কোনও ছোট বিষয়কে অধিক মাত্রায় স্মরণ ও বর্ণন করা, এবং পরিবেশে ছড়িয়ে দেওয়াও এটাকে অনেক বড় করে দেয় । কেউ কেউ বড় বিষয়কে চেক করে সাথে সাথে সেটা চেঞ্জ করে সেই সাময়িক অবস্থায় ফুল স্টপ লাগিয়ে দেয় সদাসর্বদার জন্য । ফুল স্টপ লাগানো অর্থাত্ ভবিষ্যতের জন্য ফুল স্টক জমা করে ভবিষ্যতকালীন ফুল পাস হওয়ার অধিকার লাভ করা । বহু সময় ধরে চড়তি কলায় থেকে এমন ভাগ্যবান হয়ে যায় । তাহলে বুঝেছ তো তোমাদের জীবনকাহিনীতে কোন বিশেষত্ব রাখা উচিত্

? এর থেকেই সদা তোমার জীবনকাহিনী বিশেষ হয়ে যাবে । যেমন কারও কারও জীবনকাহিনী বিশেষ প্রেরণা দেয় এবং তোমার উত্সাহ ও মনোবল বাড়িয়ে দেয় । তারা জীবনের পথকে স্পষ্ট অনুভব করায় তোমাকে । একইভাবে, তোমাদের অর্থাত্ বিশেষ আত্মাদের জীবনকাহিনী অর্থাত্ তোমাদের জীবনের প্রত্যেক কর্ম অনেক আত্মাদের এই অনুভব করায় । সবার মুখ থেকে, মন থেকে একই আওয়াজ গুঞ্জরিত হতে হবে - যখন নিমিত্ত আত্মা এটা করতে পারে তখন আমিও করতে পারবোই । আমি এগিয়ে যাবোই । আমিও সবাইকে সামনে এগিয়ে দিতে সমর্থ হবই । নিরন্তর অন্যকে প্রেরণা দিতে পারে সদা এমন জীবনকাহিনী বানাও । বুঝেছ তোমরা, কী করতে হবে ? আচ্ছা ।

আজ ডাবল বিদেশীদের সাথে মিলনের দিন । একদিকে বিদেশীদের আর অন্যদিকে অতি কাছের যারা (মধুবন নিবাসীরা) তাদের সাথে মিলন । তোমাদের উভয়েরই আজ এই বিশেষ মিলন । বাকিরা সবাই গ্যালারিতে, শুধু দেখার জন্য এসেছে । এইজন্য বাপদাদা, যারা এসেছে সবার প্রতি রিগার্ড বজায় রেখে মুরলি শুনিয়েছেন । আচ্ছা ।

সদা মিলনের গূঢ় তাত্পর্য উপলব্ধি ক'রে যারা তাদের জীবনে ধারণ করে, বিশেষ ইশারাকে নিজের জীবনে সদাকালের বরদান মনে করে, যারা বরদানী মূর্ত হয়, "শোনা অর্থাত্ হওয়া এবং মিলন অর্থাত্ সমান হওয়া" - এই স্লোগানের যারা স্মৃতি স্বরূপ হয়, যারা সবসময় স্নেহের রিটার্নে অন্যকে নির্বিঘ্ন বানানোর সহায় হয়, সদা অনুভাবী মূর্ত হয়ে অন্যদের অনুভবের বিশেষতায় পূর্ণ করে, যারা অনুক্ষণ বাবার সমান, সম্পূর্ণ, সেইরকম শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

দিদিজীর সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-

তোমরা সবাই, যারা বাবার ভুজারূপী নিমিত্ত হয়েছে তারা নিজের নিজের কাজ যথার্থভাবে করছে ? তোমরা সবাই তো ভুজা, তাই না ! তোমরা সবাই রাইট হ্যান্ড নাকি কেউ কেউ লেফট হ্যান্ডও আছে ? তোমরা তো নিজেদের ব্রাহ্মণ বলো; তো এইরকম ব্রাহ্মণ, তোমরা সবাই রাইট হ্যান্ড ? নাকি ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তোমরা কেউ কেউ রাইট হ্যান্ড আর কেউ কেউ লেফট হ্যান্ড ? (ব্রাহ্মণ কখনও রাইট হ্যান্ড হয়ে যায়, কখনও লেফট হ্যান্ড) তবে কি ভুজা বদল হয়ে যায় ! বাস্তবে তারা দেখায় এক মুহূর্তে রাবণের মাথা কাটা হচ্ছে, তার বদলে আবারও অন্য একটা এসে যাচ্ছে । যাই হোক, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কি ব্রহ্মার বাহু বদল হতে থাকে ? তাহলে তো এর অর্থ হলো রোজ ভুজা বদলে যায় !

বাস্তবে, তোমরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী বলো, কিন্তু তোমরা নিজেদের ভিতরে বুঝতে পারো যে, তোমরা তাদের মতো প্রত্যক্ষ ফল খাওনি, কিন্তু মেহনতের ফল খাও । এটাও প্রভেদ, তাই না ! কেউ প্রত্যক্ষ ফল খায় আর কেউ মেহনতের ফল খায় । অনেক মেহনতের প্রয়োজন নেই । দৃঢ় সংকল্প আর শ্রীমৎ-এর আধারে শুধু প্রত্যেক সংকল্প এবং কর্ম করতে থাকো তবে মেহনতের আর কোনও প্রশ্নই থাকবে না । এই দুটো জিনিসের আধারে না চলার কারণে, যেমন রেলগাড়ি লাইনচ্যুত হয় আর তারপর এগিয়ে চলাই খুব কঠিন হয়ে যায় । যদি গাড়ি লাইনের ওপরেই চলে তবে মেহনতের আর প্রয়োজন হয়না, ইঞ্জিন চালাতে থাকে আর সে চলতে থাকে । সুতরাং, এই দুই আধারের মধ্যে থেকে দৃঢ় সংকল্পই হোক বা শ্রীমৎ অনুসরণ করেই হোক, খুব অ্যাটেনশন দাও, সংকল্পে কোনোরকম দুর্বলতা থেকে গেলে তাহলে রেজাল্ট কি হবে ? তোমরা মেহনতের ফল খাবে ।

যারা এইরকম মেহনতের ফল ভক্ষণ করে তারা ক্ষত্রিয়ের লাইনে চলে যায় । যখনই তাদের কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করবে তারা শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর কথাই শোনাবে । যেমন তোমাদের প্রথমে বলা হয়েছিলো, যখন তোমরা একটা জিনিস ছেড়ে দেবে তখন সেখানে অন্যকিছু এসে যাবে । ইঁদুরকে সরাবে তো বিড়াল আসবে, বিড়ালকে সরাবে তো কুকুর আসবে আর এইভাবে চলতেই থাকে । তোমরা তখন অবিরত তাদের সরানোতে যুক্ত হয়ে যাও । তিন ধর্মের স্থাপনা একইসাথে স্থাপনা হচ্ছে, ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ক্ষত্রিয় । সুতরাং, তিন ধরনই দৃশ্যমান হবে, তাই না ! কয়েকজন অনেক মেহনতের সাথে জন্ম নিয়েছে । কয়েকজন শৈশবেই মেহনত করা শুরু করেছিল । এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ভাগ্যরেখা । কাউকে কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করো তারা বলে, শুরু থেকে তারা মেহনত করেনি । শ্রীমতে চলতে হবে, যোগী হতে হবে, তারা নিজে থেকেই এই লক্ষ্যস্বরূপ হয়ে গেছে । এমন নয় যে তারা অমনোযোগী, কিন্তু স্বতঃই তার স্বরূপ হয়ে তারা সমুখ বরাবর চলতে থাকে । যারা অমনোযোগী তারাও মেহনত অনুভব করেনা কিন্তু সেটা হলো উল্টো পথে । তাদের ভবিষ্যত্ তৈরি হয়না; তারা বাবা সমান হওয়ার প্রাপ্তি অনুভব করেনা । তাদের জন্ম মুহূর্ত থেকেই তারা অসতর্ক, শুধু তারা আহারাদি করেছে, আর নিজের পবিত্র জীবন যাপন করেছে এবং নিয়মানুগ অভ্যাসে চলেছে কিন্তু তাদের জীবনে তারা কোনকিছু ধারণ করেনি । তারাও এখানে নেমিনাথ রূপে পূজিত হয় । সুতরাং, কেউ কেউ শুধুমাত্র নেমিনাথও হয় । তারা সবার আগে যোগে এবং ক্লাসে আসবে কিন্তু তারা কি প্রাপ্তি করবে ? তারা বলবে যে হ্যাঁ, তারা সবকিছু শুনে নিয়েছে । তাদের নিজেদের এগিয়ে যাওয়ার এবং অন্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও লক্ষ্য থাকেনা । তারা শুনলো, মজা পেলো, ব্যস্ সেটুকুই যথেষ্ট ! তারা শুধু আসে যায়, খায় তারপর চলে যায়, এদের বলা হবে নেমিনাথ । তবুও এমন আত্মাদের পূজা হয় । অন্ততঃ তারা নিয়মানুগ অভ্যাসে সবকিছু করে । ফলস্বরূপ, তারা পূজ্য হয়ে যায় । বৃষ্টিতে হয়তো অনন্য আত্মারা আসেনা কিন্তু তারা অবশ্যই আসবে । তবুও তারা পবিত্র থাকে এইজন্য অবশ্যই পূজ্য হয়ে যায় । এইরকমও তো চাই, তাই না ! তারা হয়তো দশ বছর ধরে এখানে আসছে, কিন্তু তুমি যখন তাদের জিজ্ঞাসা করবে তখনও দশ বছর পরেও তারা সেই একই উত্তর দেয় যা তারা তাদের প্রথম দিনে দিয়েছিলো । আচ্ছা ।

এখন বাপদাদা বতনে, স্বচ্ছন্দে নিভৃতে খুব চিটচ্যাট (খোসগল্প) করেন । উভয়েই স্বতন্ত্র আত্মা । তারা সেকেণ্ডে সেবা করেছেন, সবাইকে অনুভব করিয়েছেন কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যে কি করেন ? তাঁরা রূহরিহান অর্থাত্ মনখোলা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করতে থাকেন । তাঁর জন্মের প্রথম দিন থেকেই ব্রহ্মাবাবার আশা ছিলো । কোন আশা ? তাঁর এই রূহানী ব্যাকুলতা এবং নেশা ছিলো যে তিনি অবশ্যই বাবা সমান হবেন । আদি ব্রহ্মার বোল মনে আছে ? "আমি আসছি, আমি অন্তর্লীন হয়ে যাচ্ছি", তাঁর জন্ম থেকে, তাঁর সংকল্পে এবং বচনে সদা তিনি এই নেশার শব্দগুলো বলতেন । তারপর আদি থেকে বলা তাঁর কথামতো সর্বকার্য সমাপ্ত ক'রে তিনি যে লক্ষ্য রেখেছিলেন সেই লক্ষ্যের রূপে অন্তর্লীন হয়ে গেছেন । প্রথমে তিনি এটা বুঝতেন না কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যের কথা তিনি ভবিষ্যৎবাণী করছিলেন । আর লাস্টে তোমরা কি দেখলে ? কিভাবে হদের বন্ধন ছেড়ে বাবা সমান হয়ে গেলেন ! সরীসৃপের মতো পুরানো খোলস ছেড়ে দিয়েছেন, তাই না ! এই খেলায় কত সময় লেগেছিলো ? এই খেলা ছিলো শুধু কয়েক মিনিটের, তাই না ? একেই বলা হয়ে থাকে বাবা সমান হয়ে ব্যক্ত ভাবও সহজেই ছেড়ে নষ্টমোহা হয়ে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যাওয়া । তাঁর এমনও সংকল্প ছিলো, "আমি যাচ্ছি, কি হচ্ছে" ! বাচ্চারা তাঁর সামনে ছিলো কিন্তু তাদের দেখেও তিনি দেখেননি । শুধু লাইট মাইট, সমান হওয়ার দৃষ্টি দিতে দিতে তিনি উড়ন্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে গেছেন । এইরকম

অনুভবই করেছিলেন, তাই না ! তাঁর উড়ান এতই সহজ ছিলো যে, যারা মনোযোগ সহকারে দেখছিলো তারা দেখতেই থেকে গেছে আর তিনি ! যাঁর ওড়ার ছিলো, উড়ে গেছেন ! একে বলা হয়ে থাকে, আদিতে যে শব্দগুলো বলা হয়েছিলো শেষে তাদেরই স্বরূপ হয়ে গেছেন । এইভাবেই ফলো ফাদার করো । আচ্ছা ।

ডাবল বিদেশীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-
তোমরা সবাই স্নেহী আর সহযোগী আত্মা, তাই না ! স্নেহের কারণে তোমরা বাবাকে চিনেছিলে এবং তোমরা সহযোগী আত্মা হয়েছিলে । তাহলে তোমরা স্নেহী আর সহযোগী । সেবায় তোমাদের উত্সাহ-উদ্দীপনা থাকে কিন্তু বাকি কি রয়ে গেল ? স্নেহী-সহযোগীর সাথে সদা শক্তিস্বরূপ হও । শক্তিশালী আত্মা সদা বিঘ্ন বিনাশক হয় এবং যারা বিঘ্ন বিনাশক হবে তারা নিজে থেকেই বাবার হৃদয় সিংহাসনে আসীন হবে । একটা না একটা মায়ার বিঘ্ন তোমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে নেয় । সুতরাং, মায়াই যদি না আসে তবে সদা সিংহাসনাসীন থাকবে । সেইজন্যে একে পরাস্ত করে সদা নিজেকে কম্বাইন্ড মনে করো । প্রতি কর্মে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে বাবার সাথ অনুভব করো । তুমি তখন সদা তাঁর সাথে থাকবে, সদা শক্তিশালীও থাকবে এবং সদা নিজেকে রমণীয় অনুভব করবে । কোনরকম একাকীত্ব বুঝতে পারবেনা কারণ যারা ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে বাবার সাথে থাকে তারা সদা রমণীয় এবং খুশির অনুভব করে । তবুও যদি রোজ কোনকিছু একইরকম হয়, যদি তোমরা একই জিনিস রোজ শোনো বা করো তবে তোমাদের মন উদাস হয়ে যায় । তাই এখানেও বাবার সাথে নানা সম্বন্ধের অনুভব করায় সদা উত্সাহ-উদ্দীপনা বজায় থাকে । বাবা আর আমি বাচ্চা শুধুমাত্র এই সম্বন্ধ নয় ! বাবার সাথে নানারকম সম্বন্ধের অনুভব করো । তোমরা যখন মধুবনে আসো, তোমরা নিজেদের মধ্যে মনোরঞ্জন অনুভব করো এবং সাথের অনুভব করো । একইভাবে তুমি অনুভব করবে যে, তুমি বুঝতেই পারনি কখন দিন রাতে আর রাত দিনে বদল হয়ে গেছে ! এমনিতে এখানেও এক্ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অনুভব করার খুব ভালো চান্স আছে ।

পার্টিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-
মহাবীরের বিশেষত্ব - "সদা এক, দ্বিতীয় কেউ নয়"

সদা নিজেকে মহাবীর বলে বুঝতে পারো ? মহাবীরের বিশেষত্ব ছিলো যে সে নিরন্তর এক রামকে স্মরণ করতো, দ্বিতীয় কাউকে নয় । যারা অবিরত এইরকম স্মৃতিতে থাকে তারা সদা মহাবীর । সদা বিজয় তিলক লেগে থাকে । যখন তুমি এক বাবার হয়ে থাকো, দ্বিতীয় কেউ থাকেনা তখন তিলক অবিনাশী হয়ে যায় । বাবাই হয়ে যান বিশ্ব সংসার । দুনিয়ায় শুধু মানুষ আর বস্তু, তাই সব সম্বন্ধ বাবার সাথে । তাহলে, মানুষও এর মধ্যে আছে, আর বস্তু ! তারও প্রাপ্তি হয়ে গেছে বাবার থেকে । সুখ, শান্তি, জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম ইত্যাদির সর্ব প্রাপ্তি তোমরা লাভ করেছ । যখন কিছুই আর বাকি নেই বুদ্ধি কোথায় যাবে ? কিভাবেই বা অন্য কোথাও যাবে ! আচ্ছা ।

বরদানঃ- পুরানো সংসার এবং সংস্কারের যে কোনও আকর্ষণের প্রতি মরে গিয়েও বেঁচে থাকতে সমর্থ যথার্থ মরজীবা ভব

যথার্থভাবে মরে বেঁচে থাকার অর্থ হলো সদা তোমার পুরানো সংসার এবং তোমার পুরানো সংস্কারে, স্বপ্নে মরে যাওয়া । মৃত্যু অর্থাত্ পরিবর্তন হওয়া । কোনও আকর্ষণ এইরকম আত্মাদের নিজের দিকে

আকৃষ্ট করতে পারেনা । তারা কখনও বলেনা, আমি কি করতে পারি ? আমি সেটা করতে চাইনি, কিন্তু হয়ে গেছে । কোনও কোনও বাচ্চা বেঁচে থেকে মরে যায় আবার জীবন্ত হয়ে যায় । রাবণের এক মাথা কাটা হতেই আরেক মাথা এসে যায়। কিন্তু ফাউন্ডেশনই যদি শেষ করে দাও - তবে মায়া তাঁর রূপ বদল করে তোমার ওপর চড়াও হতে পারবেনা ।

স্লোগানঃ- যারা স্মরণ আর সেবায় সদা বিজি থাকে তারা সবচেয়ে লাকি ।